।। ওঁ শ্রী পরমাত্মনে নমঃ।।

।। অথ দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ।।

একাদশ অধ্যায়ের শেষে শ্রীকৃষ্ণ বার বার জোর দিয়েছেন যে, অর্জুন! আমার এই স্বরূপ, যা' তুমি দর্শন করলে, তুমি ছাড়া আর কেউ দেখেনি এবং ভবিষ্যতেও কেউ দেখতে সমর্থ হবে না। তপস্যা, যজ্ঞ এবং দানদ্বারা আমার দর্শন পাওয়া যায় না; কিন্তু অনন্য ভক্তির দ্বারা অর্থাৎ আমার অতিরিক্ত অন্যত্র কোথাও যেন শ্রদ্ধা না যায়, নিরন্তর তৈলধারার ন্যায় চিন্তনদ্বারা ঠিক এইরূপ যে রূপ তুমি দর্শন করলে, আমি প্রত্যক্ষ করার জন্য, তত্ত্বতঃ জানার জন্য এবং স্থিতিলাভ করার জন্যও সুলভ। অতএব অর্জুন! নিরন্তর আমার চিন্তন কর, ভক্ত হও। অধ্যায়ের শেষে তিনি বলেছিলেন, অর্জুন! তুমি আমার দ্বারা নির্ধারিত কর্ম কর! '**মৎপরমঃ**'- মৎপরায়ণ হয়ে কর। তাঁর প্রাপ্তির মাধ্যম অনন্য ভক্তি। অর্জুনের এই প্রশ্ন স্বাভাবিক ছিল যে, যিনি অব্যক্ত অক্ষরের উপাসনা করেন এবং যিনি সগুণ আপনার উপাসনা করেন, উভয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে?

অর্জুন তৃতীয়বার এই প্রশ্নটি করলেন। তৃতীয় অধ্যায়ে তিনি বলেছিলেন, ভগবন্! যদি নিষ্কাম কর্মযোগ অপেক্ষা সাংখ্যযোগ শ্রেষ্ঠ বলে আপনার অভিমত, তাহলে আমাকে ভয়ঙ্কর কর্মে কেন নিযুক্ত করছেন? এই প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন— অর্জুন! নিষ্কাম কর্মমার্গ ভাল লাগুক অথবা জ্ঞানমার্গ, উভয় মার্গেই কর্ম করতে হবে। এরপরও যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়সমূহকে বলপূর্বক রোধ করে মনে মনে বিষয়-চিন্তন করে, যে অহঙ্কারী, জ্ঞানী নয়। অতএব অর্জুন! তুমি কর্ম কর। কি কর্ম? সেই কর্ম '**নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং**'- আমার দ্বারা নির্ধারিত কর্ম কর। নির্ধারিত কর্ম কি? তখন বললেন--যজ্ঞের প্রক্রিয়া হ'ল একমাত্র কর্ম। যজ্ঞের বিধি বললেন, যা' আরাধনা-চিন্তন-এর বিধি-বিশেষ, যে প্রক্রিয়ার দ্বারা পরম-এ স্থিতি লাভ হয়। যখন নিষ্কাম কর্মমার্গ এবং জ্ঞানমার্গ উভয় মার্গেই কর্ম করতে হবে, যজ্ঞার্থ কর্ম করতে হবে, ক্রিয়া একটাই, তখন পার্থক্য কোথায়? যিনি ভক্ত তিনি ইষ্টকে সমস্ত কর্ম

সমর্পণ করে, ইষ্টের আশ্রিত হয়ে যজ্ঞার্থ কর্মে প্রবৃত্ত হন এবং সাংখ্যযোগী যাঁরা, তাঁরা নিজের শক্তি সম্বন্ধে বিবেচনা করে সেই কর্মে প্রবৃত্ত হন। (আত্মনির্ভর হয়ে) যতটা পরিশ্রমের প্রয়োজন ততটা করেন।

পঞ্চম অধ্যায়ে অর্জুন পুনরায় প্রশ্ন করেছিলেন– ভগবন্! কখনও আপনি সাংখ্য মাধ্যমে যে কর্ম করা হয়, তার প্রশংসা করছেন, কখনও সমর্পণ করে যে নিষ্কাম কর্ম করা হয়, তার প্রশংসা করছেন–উভয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মার্গ কোনটি? অর্জুন বুঝতে পেরেছিলেন যে, কর্ম উভয়মার্গেই করতে হবে, তবুও তিনি শ্রেষ্ঠ মার্গটি বেছে নিতে চান। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন–অর্জুন! উভয় মার্গেই কর্মে প্রবৃত্ত ব্যক্তি আমাকেই লাভ করেন; কিন্তু সাংখ্যমার্গ অপেক্ষা নিষ্কাম কর্মমার্গ শ্রেষ্ঠ। নিষ্কাম কর্মযোগের অনুষ্ঠান না করে কেউ যোগী বা জ্ঞানী হতে পারেন না। সাংখ্যযোগ দুষ্কর এবং তাতে বাধাও অনেক।

এখানে অর্জুন তৃতীয়বার জিজ্ঞাসা করলেন যে, ভগবন্! আপনার প্রতি অনন্য ভক্তির সঙ্গে যুক্ত এবং অব্যক্ত অক্ষরের উপাসনাতে (সাংখ্যমার্গদ্বারা) যাঁরা নিযুক্ত উভয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে?

অর্জুন উবাচ

এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্যুপাসতে।
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ।।১।।

'এবং' অর্থাৎ এই যে বিধি, এখন আপনি বললেন, সেই বিধি অনুসারে যাঁরা অনন্য ভক্তির সঙ্গে আপনার শরণাগত হয়ে, নিরন্তর আপনার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে উত্তমরূপে আপনার উপাসনা করেন এবং অন্যান্য যাঁরা আপনাকে আশ্রয় না করে স্বতন্ত্ররূপে নিজের উপর নির্ভর করে সেই অক্ষয় এবং অব্যক্ত স্বরূপের উপাসনা করেন, যাঁর মধ্যে আপনিও স্থিত, এই দুই প্রকার ভক্তমধ্যে অধিক উত্তম যোগবেত্তা কারা? এই প্রসঙ্গে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বললেন–

শ্রীভগবানুবাচ

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ।।২।।

অর্জুন! আমাতে মনকে একাগ্র করে, নিরন্তর আমাতে সংযুক্ত ভক্তগণ পরম-এর সঙ্গে সম্বন্ধ রেখে শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধার সঙ্গে যুক্ত হয়ে আমার ভজনা করেন, তাঁরাই আমার মতে অতি উত্তম যোগী।

যে ত্বক্ষরমনির্দেশ্যমব্যক্তং পর্যুপাসতে।

সর্বত্রগমচিন্ত্যং চ কুটস্থমচলং ধ্রুবম্।।৩।।

সন্নিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।।

তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্বভূতহিতে রতাঃ।।৪।।

যে পুরুষগণ ইন্দ্রিয়সমূহকে উত্তমরূপে সংযত করে, মন-বুদ্ধির চিন্তন থেকে অত্যন্ত ঊর্ধ্বে সর্বব্যাপী, অনির্বচনীয় স্বরূপ, সদা একরস, নিত্য, অচল, অব্যক্ত আকারশূণ্য এবং অবিনাশী ব্রহ্মের উপাসনা করেন, সর্বভূতের হিতসাধনে নিযুক্ত এবং যাঁরা সকলকেই সমান বলে মনে করেন, সেই যোগীগণ আমাকেই প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মের উপর্যুক্ত বিশেষণ আমার থেকে আলাদা নয়; কিন্তু–

ক্লেশোহধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।

অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে।।৫।।

যাঁদের চিত্ত সেই অব্যক্ত পরমাত্মাতে আসক্ত, যেই পুরুষগণকে সাধন পথে অধিক ক্লেশ সহ্য করতে হয়; কারণ অব্যক্ত বিষয়ক গতিলাভ করা দেহাভিমানী ব্যক্তিগণের পক্ষে অতিশয় কষ্টকর। যতক্ষণ দেহবোধ বিদ্যমান, ততক্ষণ অব্যক্তের প্রাপ্তি দুষ্কর।

যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ সদ্‌গুরু ছিলেন। অব্যক্ত পরমাত্মা তাঁর মধ্যে ব্যক্ত ছিলেন। তিনি বলছেন যে, মহাপুরুষের শরণাগত না হয়ে, যে সাধক আত্মনির্ভর হয়ে এগিয়ে যান যে, এখন আমি এই স্তরে, পরে এই স্তরে পৌঁছোব, আমি নিজের অব্যক্ত দেহলাভ করব, তা' আমারই স্বরূপ হবে এবং তাই আমার বাস্তবিকরূপ।– এইরূপ চিন্তন করে, প্রাপ্তির অপেক্ষা না করে নিজের দেহকেই 'সোহহম্' বলেন। এই সাধনাপথের সবথেকে বড় বাধা এটাই। সেই সাধক **'দুঃখালয়ম্ অশাশ্বতম্'**- এর মধ্যেই ঘোরাফেরা করতে থাকেন। কিন্তু যিনি আমার শরণাগত, তিনি–

যে তু সর্বাণি কর্মাণি ময়ি সন্ন্যস্য মৎপরাঃ।

অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে।।৬।।

যাঁরা মৎপরায়ণ হয়ে সমস্ত কর্ম অর্থাৎ আরাধনা আমাতে সমর্পণ করে অনন্যভাবে যোগ অর্থাৎ আরাধনা প্রক্রিয়ার দ্বারা নিরন্তর চিন্তন করে ভজনা করেন—

তেষামহং সমুদ্ধর্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।

ভবামি নচিরাৎপার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্।।৭।।

কেবল মদ্‌গতচিত্ত সেই সকল ভক্তকে মৃত্যুরূপ সংসার থেকে আমি শীঘ্র উদ্ধার করি। এইরূপ চিত্ত নিযুক্ত করার প্রেরণা এবং বিধির উপর যোগেশ্বর আলোকপাত করলেন—

ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।

নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্ধ্বং ন সংশয়ঃ।।৮।।

অতএব অর্জুন! আমাতে তুমি মন সমাহিত কর, আমাতেই বুদ্ধি নিবিষ্ট কর। এইরূপ করলে তুমি আমাতেই স্থিতিলাভ করবে, এতে কোন সন্দেহ নেই। মন সমাহিত এবং বুদ্ধি নিবিষ্ট করতে না পারলে, (অর্জুন পূর্বে বলেছিলেন যে, মনের গতিরোধ করা বায়ুর মত দুষ্কর বলে আমি মনে করি) এই প্রসঙ্গে যোগশ্বের শ্রীকৃষ্ণ বললেন—

অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্।

অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয়।।৯।।

যদি তুমি আমাতে স্থিরভাবে চিত্ত সমাহিত করতে না পার, তাহলে হে অর্জুন! যোগাভ্যাসের দ্বারা আমাকে লাভ করতে ইচ্ছা কর। (বিক্ষিপ্ত চিত্তকে আকর্ষণ করে আরাধনা, চিন্তন-ক্রিয়াতে নিযুক্ত করার যত্নকে অভ্যাস বলে) যদি এরূপ করতে অক্ষম হও তাহলে—

অভ্যাসেহপ্যসমর্থোহসি মৎকর্মপরমো ভব।

মদর্থমপি কর্মাণি কুর্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি।।১০।।

যদি তুমি অভ্যাস করতেও অসমর্থ হও, তাহলে কেবল আমার জন্য কর্ম কর অর্থাৎ আরাধনাতে যত্নবান হও। এইরূপ আমার প্রাপ্তির জন্য কর্ম করতে-করতেই তুমি আমাকে প্রাপ্তিরূপ সিদ্ধিলাভ করবে অর্থাৎ অভ্যাস করতেও অসমর্থ হলে, সাধনায় প্রবৃত্ত থাক শুধু।

অথৈতদপ্যশক্তোহসি কর্তুং মদ্যোগমাশ্রিতঃ।

সর্বকর্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্।।১১।।

এও করতে যদি অসমর্থ হও, তাহলে সকল কর্মের ফলত্যাগ করে অর্থাৎ লাভ-লোকসানের চিন্তা ত্যাগ করে মদ্‌যোগের আশ্রয় করে অর্থাৎ সমর্পণের সঙ্গে আত্মবান্ মহাপুরুষের শরণাগত হও। তাঁর প্রেরণায় স্বতঃ কর্ম হতে থাকবে। সমর্পণের সঙ্গে কর্মফল ত্যাগের মহত্ব বর্ণনা করার পর যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বললেন—

শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাজ্‌জ্ঞানাদ্‌ধ্যানং বিশিষ্যতে।

ধ্যানাৎকর্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্।।১২।।

কেবল চিত্তরোধ করার অভ্যাস থেকে জ্ঞানমার্গ দ্বারা কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া শ্রেষ্ঠ। জ্ঞানমার্গ দ্বারা কর্ম করা অপেক্ষা ধ্যান শ্রেষ্ঠ; কারণ ধ্যানে ইষ্ট থাকেন। ধ্যান থেকেও সমস্ত কর্মের ফলত্যাগ শ্রেষ্ঠ; কারণ ইষ্টের প্রতি সমর্পণের সঙ্গে যোগের উপর দৃষ্টি রেখে কর্মফলের ত্যাগ করলে তার যোগক্ষেমের দায়িত্ব ইষ্টের, সেইজন্য এই ত্যাগের পরেই পরমশান্তি লাভ হয়।

এখন পর্যন্ত যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বললেন যে, অব্যক্তের উপাসক জ্ঞানমার্গী অপেক্ষা সমর্পণের সঙ্গে কর্ম করেন যিনি, সেই নিষ্কাম কর্মযোগী শ্রেষ্ঠ। উভয়েই এক কর্ম করেন; কিন্তু জ্ঞানমার্গীর পথে ব্যবধান বেশী। তাঁর লাভ-লোকসানের দায়িত্ব তাঁর নিজের উপরই থাকে; কিন্তু যাঁরা সমর্পিত ভক্ত তাঁদের দায়িত্ব মহাপুরুষের উপর থাকে। সেইজন্য তাঁরা কর্মফল-ত্যাগ দ্বারা শীঘ্রই শান্তিলাভ করেন। ঐরূপ শান্তিপ্রাপ্ত পুরুষের লক্ষণ সম্বন্ধে বলছেন—

অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।

নির্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী।।১৩।।

ঐ শান্তিলাভ করেছেন যিনি, তিনি সকলভূতের প্রতি দ্বেষহীন, সকলের সুহৃদ্‌ এবং অহৈতুক দয়ালু, মমত্বশূণ্য, নিরহংকার, সুখ-দুঃখে সম এবং ক্ষমাশীল,

সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢনিশ্চয়ঃ।

ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ।।১৪।।

যিনি নিরন্তর যোগের পরাকাষ্ঠার সঙ্গে সংযুক্ত, লাভ এবং লোকসানে সন্তুষ্ট, যাঁর মন, ইন্দ্রিয়সমূহ এবং দেহ সংযত, দৃঢ়নিশ্চয়, মন ও বুদ্ধি আমাতে অর্পিত, তিনি আমার প্রিয়ভক্ত।

যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।

হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ।।১৫।।

যাঁর দ্বারা কেউ উদ্বিগ্ন হন না এবং যিনি নিজেও কোন জীবের দ্বারা উদ্বিগ্ন হন না এবং যিনি হর্ষ, বিষাদ, ভয় এবং সমস্ত বিক্ষোভ থেকে মুক্ত, তিনি আমার প্রিয় ভক্ত।

সাধকদের জন্য এই শ্লোকটি অত্যন্ত উপযোগী। তাঁদের এমন ভাবে থাকা উচিত, যাতে তাঁদের দ্বারা কারও মনে আঘাত না লাগে। এটুকু সাধক নিশ্চয় করতে পারেন; কিন্তু অন্য ব্যক্তি এই আচরণ করবে না। তাঁরা সংসারী, তাই কটু কথা বলবেনই, ইচ্ছামত বলবেন; কিন্তু সাধকের হৃদয়ে যেন তাদের কটুবাক্য দ্বারা (তাঁদের আঘাত দ্বারা) বিক্ষোভ উৎপন্ন না হয়। ইষ্টচিন্তনে মগ্ন থাকবেন, যাতে কোন ব্যবধান উৎপন্ন না হয়। উদাহরণস্বরূপ, আপনি রাস্তায় বাঁদিক দিয়ে হেঁটে চলেছেন, যদি কোন মাতাল তখন সামনে থেকে আষে, তাহলে তাকে এড়িয়ে যাওয়াও আপনার কর্তব্য।

অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।

সর্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ।।১৬।।

যিনি আকাঙ্ক্ষা করেন না, বাহ্যাভ্যন্তর শুচি, 'দক্ষঃ' অর্থাৎ আরাধনার বিশেষজ্ঞ (এমন নয় যে চুরিতে দক্ষ। শ্রীকৃষ্ণের অনুসারে কর্ম একটাই, নিয়ত কর্ম—আরাধনা-চিন্তন, যিনি তাতে দক্ষ), পক্ষ-বিপক্ষের অতীত, দুঃখমুক্ত, সমস্ত

আরম্ভের ত্যাগী, তিনি আমার প্রিয়ভক্ত। করণীয় কোন কর্ম তাঁর দ্বারা আরম্ভ হবার জন্য বাকী থাকে না।

যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্যঃ স মে প্রিয়ঃ।।১৭।।

যিনি কখনও হৃষ্ট হন না, দ্বেষ করেন না, শোক করেন না, আকাঙ্ক্ষাও করেন না, যিনি শুভাশুভ সকল কর্মফল পরিত্যাগ করেছেন, যেখানে শুভ পৃথক্ নেই, অশুভ বাকী নেই, ভক্তির পরাকাষ্ঠার সঙ্গে যুক্ত সেই পুরুষ আমার প্রিয়ভক্ত।

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জিতঃ।।১৮।।

যিনি শত্রুতে ও মিত্রে, মান ও অপমানে সম, যাঁর অন্তঃকরণের বৃত্তিগুলি সম্পূর্ণরূপে শান্ত, যিনি শীতোষ্ণজনিত সুখে ও দুঃখে নির্বিকার এবং আসক্তিশূণ্য এবং–

তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্মে প্রিয়ো নরঃ।।১৯।।

যিনি নিন্দা ও প্রশংসায় সম, মননশীলতার চরমসীমায় পৌঁছে যাঁর মন এবং ইন্দ্রিয়সমূহ শান্ত, যে কোন প্রকার দেহ-নির্বাহ যিনি সন্তুষ্ট, যিনি নিজ বাস-স্থানের প্রতি মমতাশূন্য, ভক্তির পরাকাষ্ঠাতে স্থিত সেই স্থিরবুদ্ধি পুরুষ আমার প্রিয়ভক্ত।

যে তু ধর্ম্যামৃতমিদং যথোক্তং পর্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেহতীব মে প্রিয়াঃ।।২০।।

যে সকল মৎপরায়ণ আন্তরিক শ্রদ্ধাযুক্ত পুরুষ উপর্যুক্ত ধর্মময় অমৃতের উত্তমরূপে সেবন করেন, সেই সকল ভক্ত আমার অত্যন্ত প্রিয়।

নিষ্কর্ষ –

পূর্ব অধ্যায়ের শেষে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন, অর্জুন! তুমি ভিন্ন কেউ দর্শন করে নি এবং কেউ দর্শন পাবেও না-যেরূপ তুমি দেখলে; কিন্তু অনন্যভক্তি অথবা অনুরাগের সঙ্গে যিনি ভজনা করেন, তিনি আমার এই রূপ-দর্শন করতে

সক্ষম, তত্ত্বতঃ আমাকে জানতে পারেন এবং আমাতে স্থিতিলাভ করতে পারেন। অর্থাৎ পরমাত্মা এরূপ সত্তা, যাঁকে লাভ করা যায়। অতএব অর্জুন! তুমি ভক্ত হও।

বর্তমান অধ্যায়ে অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন যে, ভগবন্! অনন্যভাবে যাঁরা আপনার চিন্তন করেন এবং অন্যান্য যাঁরা অক্ষর অব্যক্তের উপাসনা করেন, উভয়ের মধ্যে কারা উত্তম যোগবেত্তা? যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বললেন যে, উভয়েই আমাকেই লাভ করেন, কারণ আমি অব্যক্ত স্বরূপ; কিন্তু যিনি ইন্দ্রিয়সমূহকে বশীভূত করে বিক্ষিপ্ত মনকে সংযত করে অব্যক্ত পরমাত্মাতে আসক্ত, তাঁদের পথে কষ্ট বেশী হয়। যতক্ষণ দেহবোধ বিদ্যমান, ততক্ষণ অব্যক্তের প্রাপ্তি কষ্টকর; কারণ চিত্তের নিরোধ এবং বিলয়কালে অব্যক্ত স্বরূপ লাভ হয়। এই স্থিতির আগে সাধকের দেহই বাধকস্বরূপ। 'আমি', 'আমি', 'আমাকে লাভ করতে হবে'– বলতে বলতে নিজের দেহের দিকেই মনটা চলে যায়। তার বিচলিত হবার সম্ভাবনা বেশী থাকে। অতএব অর্জুন! তুমি সমস্ত কর্ম আমাকে সমর্পণ কর, অনন্য ভক্তি সহকারে আমার চিন্তন কর। মৎপরায়ণ ভক্তগণ সমস্ত কর্ম আমাকে অর্পণ করে, মানবদেহধারী সগুণ যোগীরূপ আমার ধ্যান করেন, তৈলধারাবৎ নিরন্তর চিন্তন করেন, আমি তাঁদের শীঘ্রই সংসার-সাগর থেকে উদ্ধার করি। অতএব ভক্তিমার্গ শ্রেষ্ঠ।

অর্জুন! আমাতে মন সমাহিত কর। তা' যদি না পার তাহলে সমাহিত করার অভ্যাস কর। চিত্ত বিক্ষিপ্ত হলেই পুনরায় আকর্ষণ করে তাকে নিরুদ্ধ কর। তাতেও অক্ষম হলে তুমি কর্ম কর। কর্ম একটাই, যজ্ঞার্থ কর্ম। তুমি 'কার্যম কর্ম্' করে যাও মাত্র, অন্য কিছু নয়। তাতে উদ্ধার হও অথবা না হও। যদি তা'ও করতে অক্ষম, তাহলে স্থিতপ্রজ্ঞ, আত্মবান্, তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষের শরণাগত হয়ে সমস্ত কর্মের ফলত্যাগ কর। এইরূপ ত্যাগ করলে তুমি পরমশান্তি লাভ করবে।

তদনন্তর পরমশান্তিপ্রাপ্ত ভক্তের লক্ষণ বলার পর যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বললেন– যিনি সমস্ত প্রাণীর প্রতি দ্বেষহীন, করুণাময় এবং দয়ালু, মমত্বশূণ্য এবং নিরহংকার, তিনি আমার প্রিয়ভক্ত। যিনি ধ্যান-যোগ-এ নিরন্তর তৎপর, আত্মবান্ এবং আত্মস্থিত, তিনি আমার প্রিয়ভক্ত। যাঁরদ্বারা কোন ব্যক্তি উদ্বিগ্ন হয় না এবং যিনি স্বয়ং কোন ব্যক্তির দ্বারা উদ্বিগ্ন হন না, তিনি আমার প্রিয়ভক্ত। যিনি পবিত্র, দক্ষ, যিনি সুখে ও দুঃখে নির্বিকার, যিনি সকল আরম্ভের ত্যাগী, মুক্ত, তিনি আমার

প্রিয়ভক্ত। সকল কামনা যিনি ত্যাগ করেছেন এবং যিনি শুভ-অশুভের ঊর্ধ্বে স্থিত, তিনি আমার প্রিয়ভক্ত। যিনি প্রশংসা ও নিন্দায় সম এবং মৌন, যাঁর মন এবং ইন্দ্রিয়সমূহ শান্ত এবং মৌন, যিনি যে কোন প্রকার দেহ-নির্বাহ সন্তুষ্ট এবং বাসস্থানের প্রতি মমত্বশূণ্য, দেহরক্ষাতেও যাঁর আসক্তি নেই, এইরূপ স্থিতপ্রজ্ঞ ভক্তিমান্ পুরুষ আমার প্রিয়ভক্ত।

এইভাবে ১১শ শ্লোক থেকে ১৯শ শ্লোকপর্যন্ত যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ শান্তিপ্রাপ্ত যোগযুক্ত ভক্তের অবস্থিতির উপর আলোকপাত করলেন যা' সাধকদের জন্য বিশেষ উপযোগী। অবশেষে নির্ণয় করে তিনি বললেন—অর্জুন! যিনি মৎপরায়ণ, অনন্য শ্রদ্ধার সঙ্গে উক্ত ধর্মময় অমৃতকে নিষ্কামভাবে উত্তমরূপে আচরণে পরিণত করেন, তিনি আমার অত্যন্ত প্রিয়ভক্ত। অতএব সমর্পণের সঙ্গে এই কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া শ্রেয়ষ্কর; কারণ তাঁর লাভ-লোকসানের দায়িত্ব সেই ইষ্ট, সদ্গুরু নিয়ে নেন। এখানে শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপস্থ মহাপুরুষের লক্ষণ বললেন, তাঁদের আশ্রয়ে যেতে বললেন এবং অবশেষে নিজের শরণাগত হওয়ার প্রেরণা প্রদান করে সেই মহাপুরুষগণের সমকক্ষ নিজেকে ঘোষিত করলেন। শ্রীকৃষ্ণ যোগী, মহাত্মা ছিলেন।

বর্তমান অধ্যায়ে ভক্তিকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে, সেইজন্য অধ্যায়টির নামকরণ 'ভক্তিযোগ' যুক্তিসঙ্গত।

ওঁ তৎসদিতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎযু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন সংবাদে 'ভক্তিযোগো' নাম দ্বাদশোহধ্যায়ঃ।।১২।।

এই প্রকার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপী উপনিষদ্ এবং ব্রহ্মবিদ্যা তথা যোগশাস্ত্র বিষয়ক শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনের সংবাদে 'ভক্তিযোগ' নামক দ্বাদশ অধ্যায় পূর্ণ হল।

ইতি শ্রীমৎপরমহংস পরমানন্দস্য শিষ্য স্বামী অড়গড়ানন্দকৃতে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াঃ 'যথার্থগীতা' ভাষ্যে 'ভক্তিযোগো' নাম দ্বাদশোহধ্যায়ঃ।।১২।।

এই প্রকার শ্রীমৎপরমহংস পরমানন্দজীর শিষ্য স্বামী অড়গড়ানন্দকৃত 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা'র ভাষ্য 'যথার্থ গীতা'তে 'ভক্তিযোগ' নামক দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত হল।

।। হরিঃ ওঁ তৎসৎ।।